সমকাল

পৃষ্ঠা ৭ 30 AUG 2016 কলাম ৭

চাঁদপুরে শিক্ষকের শাস্তির অপমান সইতে না পেরে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

■ চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুরে বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফি ২০ টাকা কম দেওয়ার কারণে শিক্ষকের শাস্তির অপমান সইতে না পেরে সাথী আক্তার (১৪) নামে অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। সোমবার দুপুরে চাঁদপুর সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নের মধ্য বাগাদী গ্রামের শেখবাড়িতে ওই শিক্ষার্থীর বসতঘরে এ ঘটনা ঘটে। সাথী মধ্য বাগাদী গ্রামের শেখবাড়ির দেলোয়ার হোসেন শেখের মেয়ে। সে বাগাদী গণি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির 'খ' শাখার ছাত্রী ছিল।

সাথীর মা চায়না বেগম জানান, স্কুলের অফিস সহকারী ফাতেমা বেগম ও সহকারী শিক্ষক শঙ্কর জেএসসির মডেল টেস্ট পরীক্ষার ফি বাবদ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২৮০ টাকা করে নেন। রোববার সাথী আক্তার স্কুলে গিয়ে ফাতেমা বেগমের কাছে ২৬০ টাকা দিলে ২০ টাকা কম দেওয়ায় তাকে এবং অন্য যারা কম টাকা দিয়েছে তাদের সবাইকে বিদ্যালয় ভবনের বাইরে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে কান ধরে ওঠবস করান। পরদিন সোমবার সকালে সাথী পরীক্ষা দেওয়ার জন্য স্কুলে গেলে সহকারী শিক্ষক শঙ্কর তাকে বের করে দেন। পরে সে বাড়িতে এসে কান্নাকাটি করতে থাকে। এ সময় চায়না বেগম টাকা জোগাড় করতে বাইরে অন্য বাড়িতে গেলে অপমান সইতে না পেরে রাগে-ক্ষোভে ঘরের আড়ার সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে সাথী আত্মহত্যা করে।

এদিকে এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা বিদ্যালয়ের দরজা-জানালা ভাংচুর শুরু করলে অভিযুক্ত শিক্ষকসহ সবাই পালিয়ে যান। পরে বিক্ষুব্ধ জনতা স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেয়। খবর পেয়ে চাঁদপুর মডেল থানার এসআই মাহবুবুর রহমান ঘটনাস্থলে এসে সাথীর সুরতহাল প্রস্তুত করেন। চাঁদপুর সদর মডেল থানার ওসি মো. ওয়ালী উল্যাহ ওলি বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।